যুগান্তর
জানুয়ারি ১৫, ২০০৭, সোমবার : মাঘ ২, ১৪১৩

বাবর : মি. টেন পার্সেন্ট

যুগান্তর রিপোর্ট
লুৎফুজ্জামান বাবর। তিনি বিগত চারদলীয় জোট সরকারের অন্যতম ক্ষমতাধর ও সর্বাধিক আলোচিত স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। দলে বড় কোন পদ না থাকলেও হাওয়া ভবনের আশীর্বাদপুষ্ট বাবর প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন প্রচণ্ড দাপুটে। চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্নীতিবাজদের তালিকায়ও তিনি রয়েছেন প্রথম সারিতে। অভিযোগ রয়েছে, গত ৫ বছরে আলাদিনের চেরাগের জাদুতে তিনি শত শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। স্বেচ্ছাচারিতা এবং পুলিশ বিভাগের চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে তিনি নিজের খেয়াল খুশিমতো পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করেছেন। প্রজাতন্ত্রের এ গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীকে দলীয় বাহিনীতে পরিণত করেছেন। তার আমলে পুলিশের গাড়ি কেনা, নিয়োগ, পোস্টিং, পুলিশের পোশাক বদল নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন যে কোন টেন্ডারে মোট টাকার শতকরা ১০ ভাগ তার জন্য আগেই বরাদ্দ রাখা হতো বলে কথিত আছে। আর এ কারণে তিনি তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'মি. টেন' পার্সেন্ট হিসেবে।
২০০১ সালের অক্টোবরে লুৎফুজ্জামান বাবর প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর পুলিশ বিভাগে স্বেচ্ছাচারিতা চরম আকার ধারণ করে। পুলিশের কনস্টেবল থেকে উচ্চ পদমর্যাদার যে কোন বদলি কিংবা পদোন্নতি তার নির্দেশ ছাড়া হতো না। আর এজন্য দিতে হতো মোটা অংকের টাকা। গত বছরের জুনে ডিএমপিতে সাড়ে ৭শ' কনস্টেবলকে এএসআই পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ পদোন্নতিতে দেড় থেকে দুই লাখ টাকা করে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে পুলিশ পাঠানোর ব্যাপারে অনিয়ম ও দুর্নীতি পুলিশ বিভাগে ছিল ওপেন সিক্রেট। পুলিশ কনস্টেবলদের এএসআই পদে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাজার হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। গত বছরের ১৩, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি প্রকাশ হলে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পরে ওই পরীক্ষা বাতিল করে আবারও ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে এএসপি প্রশিক্ষণ কোর্স তার নির্দেশে ১ বছর থেকে কমিয়ে করা হয় ৯ মাস। এসআইদের ১ বছরের প্রশিক্ষণ করা হয় ৬ মাস। অভিযোগ

রয়েছে, পিএসসি'র মাধ্যমে বাবরের নির্দেশে শুধু দলীয় পরিচয়ে ২শ' এএসপিকে নিয়োগ দেয়া হয়। এসব এএসপি'র কাছ থেকে মাথাপিছু ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা উৎকোচ নেয়ারও অভিযোগ আছে।

শুধু এএসপি নয়, এসআই নিয়োগেও রয়েছে অবৈধ বাণিজ্যের অভিযোগ। সারাদেশের ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ক্যাডারদের মধ্য থেকে বেছে বেছে এসআই নিয়োগ দেয়া হয়। তার ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিয়োগকৃতদের স্থায়ী করার জন্য তিনি পুলিশ বিভাগের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করেন।

র‌্যাব, পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ক্রয়ে তার দুর্নীতিও ছিল ওপেন সিক্রেট। গত ৫ বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার যানবাহন ক্রয় করে কমিশন বাবদ কামিয়ে নিয়েছেন শত শত কোটি টাকা। র‌্যাব ও পুলিশ বাহিনীর জন্য দুই হাজার গাড়ি ক্রয়ের পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে ছিল অনিয়ম আর দুর্নীতির বিস্-র অভিযোগ। আধুনিকায়নের নামে তড়িঘড়ি করে কিছু শর্ত উলেখের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ওই গাড়িগুলো আমদানি করা হয়। আর এর নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। বিশেষ একটি ভবনের নির্দেশে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গাড়িগুলো আমদানি করেন। বিনিময়ে তিনি কমিশন পান মোটা অংকের টাকা।

সার্ক সম্মেলনকে সামনে রেখে ২০০৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ১ হাজার ৯৪৮টি গাড়ি কেনার সিদ্ধান্- নেয় সরকার। গাড়ি কেনার জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থ মন্ত্রণালয় ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণা দেয়। বাকি টাকা ছিল একটি বিদেশী সংস্থার। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্- এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে টাকার নিশ্চয়তা পাওয়ার পর তড়িঘড়ি করে পুলিশ সদর দফতরের ক্রয় কমিটি টেন্ডার আহ্বান করে। এতে জুড়ে দেয়া হয় বিশেষ কিছু শর্ত। টেন্ডারের শর্ত পূরণ করার ক্ষমতা রাখে- এমন ১৬টি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান দরপত্রের সিডিউল ক্রয় করে। কিন্' টেন্ডার আহ্বানের পর তা জমাদানের আগেই পুলিশ সদর দফতর থেকে আরও একটি সার্কুলার জারি করা হয়। যাতে আগের স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করা হয়। এমনভাবে স্পেসিফিকেশন দেয়া হয় যাতে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গাড়ি সরবরাহ করা সম্ভব। একেবারেই শেষ সময়ে ওই সার্কুলারটি ফ্যাক্সযোগে পাঠিয়ে দেয়া হয় দরপত্র ক্রয় করা গাড়ি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে।

ভূমি দখলবাজিতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। নিজে যেমন জমি দখল করেছেন তেমনি তার আত্মীয় ও দলীয় লোকজনকে জমি দখলে প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েছেন। সাভারের মিথুন গ্রামে শতাধিক খ্রিস্টান পরিবারকে উচ্ছেদ করে ৯০ বিঘা জমি দখল করেন। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হলে তিনি পরে ওই জমির দখল ছেড়ে দেন।

This page has been printed from the web site of Jugantor Daily News paper (www.jugantor.com).
URL: http://www.jugantor.com/online/news.php?id=42857&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com/enews)